দৈনিক বাংলা

04 AUG 19[illegible]

তারিখ ...

পৃষ্ঠা ...১...

053

এসএসসি পরীক্ষাঃ ফল প্রকাশের পদ্ধতি

চারটি বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার ফল গত বৃহস্পতিবার বের হয়েছে। সপ্তাহ খানেক ধরে ফলাফল নিয়ে জল্পনা-কল্পনা চলছিল। ফলাফল ঘোষণায় তার অবসান হলো। কিন্তু ফলাফল প্রাপ্তি-পর্ব যে করুণ ছাপ রেখেছে, তা সংশ্লিষ্টদের জন্য মর্মান্তিক রেকর্ড হয়ে রইল।

আগেভাগেই জানানো হয়েছে, ৩১শে জুলাই ফলাফল ঘোষিত হবে। দুরু দুরু বুকে পরীক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবক অপেক্ষা করেছেন ৩১শে জুলাই কবে আসবে। বহু প্রতীক্ষার পর ৩১শে সূর্য উঠেছে। কিন্তু এ দিনে যে এত হয়রানি ছিল কপালে, কে জানে।

৩১শে সন্ধ্যায় পত্রিকা ও প্রচার সংস্থায় ফল দেয়ার কথা। ঐ দিনই সকালে বোর্ডের দেয়ালে বিনা ঘোষণাতেই ফলাফল তালিকা সেঁটে দেয়া হয়েছে। কাকের মুখে খবর পেয়ে রাত না পোহাতেই যে যেমন পেরেছেন, ছুটেছেন বকশি বাজার শিক্ষা বোর্ড অঙ্গন। দেখা গেছে তালিকার অর্ধেকটাই উবে গেছে ভিড়ের কল্যাণে। কাগজের যে অংশটুকু ছিল—সাধ্য ছিল না তা থেকে পাঠোদ্ধারের।

জামা কাপড় ছিঁড়ে গলদঘর্ম হয়ে ফলাফল অন্বেষীরা হন্যে হয়ে দৌড়েছেন সংশ্লিষ্ট সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। নেতিবাচক জবাব সবখানে। হঠাৎ শোনা গেল ফলাফল বই গেছে সেন্টারে সেন্টারে। কালবিলম্ব না করে সবাই ভিড় জমিয়েছেন কেন্দ্রসমূহে। এমনি করে দিন ভর শাটল কর্কের মত হয়েও ভর সন্ধ্যায়ও অনেককে ফলাফল না জেনে মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকতে হয়েছে। শেষ অবধি ধর্না পত্রিকা অফিসে অফিসে। তাতেও সুরাহা হয়নি, হওয়া সম্ভব নয় বলেই।

উৎকণ্ঠিত অনুসন্ধানীকে বাধ্য হয়েই এর ওর অনুগ্রহের প্রত্যাশী হতে হয়েছে। সেই সূত্রে বোর্ডের মানুষও হতে পারেন, সেন্টারের কেউও হতে পারেন অথবা পত্রিকার লোকও হতে পারেন।

প্রশ্ন উঠবে—তাহলে ৩১শে জুলাই কি কেউ ফলাফল জানতে পারেননি? পেরেছেন বৈকি। কিন্তু সবাই নন—অংশ বিশেষ মাত্র। এই অংশ বিশেষ দুটি গোত্র। হয় ভিড়ের চাপে চ্যাপ্টা হয়ে কনুইর গুঁতোয় বিদ্ধ হতে তাঁরা পারঙ্গম, নয় তো ঠিক জায়গায় গুটি ছুঁড়তে তাঁরা সক্ষম। এ ধরনের গুণ যাঁদের নেই, তাঁরা ঐ দিন ফল পাননি। যদি বা কেউ পেয়ে থাকেন, বুঝতে হবে তাঁরা জোরকপালে। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পরীক্ষার্থী ৩১শে জুলাই ফলাফল জানতে পারেননি—পারলেও সে সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারেননি। পরের দিনের অপেক্ষা করেছেন। ভাগ্যের ফের বলতে হবে—পর দিন শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটির দিন। প্রতীক্ষা তিতিক্ষায় পৌঁছেছে—যন্ত্রণা অকারণ দীর্ঘায়িত হয়েছে।

জিজ্ঞাসাটি ঠিক এই বিষয়েই। ব্যবস্থা গুণে অবস্থাটি এমন যে পরীক্ষার ফলাফল জানার জন্য কেউ না কেউ কোথাও না থাকলেই নয়!

এই ব্যবস্থাটি কেবল যে এ বছরের, তা নয়। ক'বছর ধরেই চলছে এমন। বরং বলা যায়—প্রতি বছরই ফলাফল প্রকাশ-সংকট ক্রমাগত তীব্রতর হচ্ছে। অথচ মাত্র ক'বছর আগেও বোর্ড থেকে ফলাফল বই প্রচুর সংখ্যক ছাপানো হয়েছে এবং সেই বই ফলাফল প্রকাশের দিনেই বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ দূত মারফত গোপনীয়তা বজায় রেখে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পৌঁছানো হয়েছে।

হোসনে আরা শাহেদ

তার পর সন্ধ্যায় পত্রিকা অফিস ও প্রচার সংস্থায় ফলাফল গেছে। (ফলাফল বই আকারে যখন ছাপানো চালু হয়নি, তখন পাঠানো হয়েছে—ফলাফল চার্ট অথবা মার্ক শীট।) এর ফলে পরদিন সকালে একই সঙ্গে ফলাফল খবরের কাগজে ও স্কুলে স্কুলে পাওয়া গেছে। পরীক্ষার্থী ও অভিভাবক বেঁচেছেন উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার হাত থেকে।

পরীক্ষার ফলাফল জানতে-পারার জন্যও উমেদারী—কথাটি উচ্চারণেও যুগপৎ দুঃখ ও লজ্জা আছে।

প্রশ্ন অনেক ধরনেরই জাগে। ফলাফল পুস্তকটি কেন সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পায় না? কেন এ ক্ষেত্রে সরকারী-বেসরকারী, কেন্দ্র-অকেন্দ্র বাছবিচার হবে? ফলাফল পুস্তক পাঠাতে বাধা বা অসুবিধা থাকলে ফলাফলের একটি তালিকা তো সময় মতো স্কুলগুলো প্রত্যাশা করতে পারে? পরীক্ষার্থীরা স্কুলের কাছে ফলাফল অবশ্যই দাবী করতে পারে, পারে সব অর্থেই। স্কুলে ফল পেলে তারা আকুল হয়ে বোর্ডেও ছোটে না, বা ওদিক এজন্য এপ্রান্ত ওপ্রান্ত ছুটোছুটি করে কারও দয়ার মুখাপেক্ষী হতে হয় না। এতে লাভের অংশ বোর্ডের ভাগেও যাচ্ছে—তারা পারছেন ফলাফল প্রার্থীদের চাপের প্রচন্ডতা এড়াতে। ফলাফল প্রকাশের পদ্ধতি এমন বিড়ম্বনার করে কেন তোলা হয়েছে—এ জিজ্ঞাসা সকলের।

দেখা গেছে, পরীক্ষার ফলাফল শেষে নম্বর জানার জন্য পর্যন্ত বোর্ড অফিসে প্রচন্ড ভিড় জমে। নম্বর জানার জন্য এ আগ্রহের কারণ—রেজাল্ট শীটে বিভ্রান্তি। অনেকে স্টার পেয়েও রেজাল্ট শীটে স্টার পায়নি। ফলে ব্যক্তিগতভাবে নম্বর পত্রের জন্য ব্যগ্র হতে হয়েছে। এছাড়া ৩১শে জুলাইয়ের দিন শেষে পরীক্ষায় পাসের ডিভিশন নিয়ে অনেককে হিমসিম খেতে দেখা গেছে। অনিশ্চয়তায় আর আশংকায় তাদের মধ্যে যে অধীরতা ও ব্যাকুলতার জন্ম হয়েছে—তার বর্ণনা ভাষায় দেয়া দুঃসাধ্য। প্রতিটি ফলাফল জানার জন্য কেন পরীক্ষার্থীদেরকে এমন করে অসহায় বোধ করতে হবে? এ জিজ্ঞাসাও আজ সকল অভিভাবকের মনে।

এসএসসি পরীক্ষার মতন আর কোনও পরীক্ষায় এত বিপুল সংখ্যক পরীক্ষার্থী এক সঙ্গে পরীক্ষা দেয় না। উপরন্তু এসএসসি [illegible] প্রথম পাবলিক পরীক্ষা। স্কুলের অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার সঙ্গে এর তুলনা হতে পারে না। স্বাভাবিকভাবেই এই পরীক্ষার ফলাফলের জন্য অভিভাবক তথা—পরিবারের সকলেরই ব্যগ্রতা থাকে বেশি। জীবনের প্রারম্ভিক পরীক্ষা হিসাবে [illegible] গুরুত্ব তেমনি ঐ গুরুত্বের কারণেই এর [illegible] অনুভূতির প্রশ্নও গভীরভাবে জড়িত। এ কারণেই এসএসসির ফলাফল প্রকাশনার মান ও পদ্ধতি—দুটোই যথেষ্ট সতর্কতার দাবীদার। প্রয়োজনানুগ সাবধানতা অবলম্বন করা হচ্ছে না বলেই পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পরেও প্রকৃত তথ্য উদঘাটন ও টেনশনের নিরসন ঘটতে অনেক ক্ষেত্রে সপ্তাহ খানেক (বা তারও বেশি) সময় লাগে।

প্রকাশিত ফলাফল তালিকা অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বস্তি দেয় না যতক্ষণ না নম্বর পত্র পৌঁছায়। সব মিলে বলতে হয় এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল—প্রকাশ এক মহা হুলস্থূলে ব্যাপার।

কিন্তু সুশৃংখলভাবে ফলাফল ঘোষিত হলে এই বিড়ম্বনার পুরোটাই এড়ানো যায়। এ শৃংখলাটুকুর জন্য যদি ফলাফল প্রকাশে একটু দেরীও হয়, ক্ষতি কি।

বিপুল সংখ্যক লোকের স্বার্থ যেখানে প্রতিবছরই জড়িত থাকে, সেই এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলকে সুষ্ঠুভাবে সকলের কাছে পৌঁছে দেয়ার কথা এবার ভাবতেই হবে। তার জন্য স্কুলে স্কুলে রেজাল্ট পাঠানোর ব্যবস্থাই সর্বোত্তম বলে মনে করি। তাতে ছাত্রছাত্রীদেরও ভোগান্তি কমবে। আর অভিভাবকবৃন্দও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারবেন। বোর্ডের বাড়বে সম্মান।